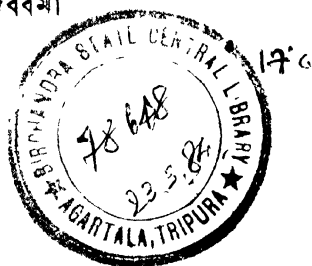


সিমালোং সাকাত্ব হলংনি থুম্

(শ্মশানে পাথরের ফুল)

নন্দ কুমার দেববর্মা



: প্রকাশনায় :

কক-বরক সাহিত্য সভা, আগরতলা ।

SIMALWNG SAKAO HOLONGNI KHUM

by Nanda kumar Deb Bermana alongwith
Bengali Translation.

ছেপেছেন :—

প্রেসীনা,

লক্ষীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :—

পার্থ গান্ধুলী। আগরতলা।

প্রকাশ করেছেন :—

“কক-বরক সাহিত্য, সভা”র

পক্ষে বিকাশ রায় দেববর্মা

দাম—পাঁচ টাকা।

—: প্রাক কথন :—

কবিতাই একটি ভাষা—এ নিয়ে আর কিছু বলবো না ।
শিল্পী পার্থ গাঙ্গুলী প্রচ্ছদ একেছেন নানা ব্যস্ততার মধ্য
থেকে । এঁর কাছে আমি ঋণী । ‘কক-বরক সাহিত্য
সভা’র ভাই বোনেরাও নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন ।
এরাও ধন্য বাদাহ’ । ‘প্রেসীনা’র সত্য চক্রবর্তী মহাশয়ের
আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া অল্প সময়ে বই বের করা সম্ভব
ছিলো না । বাংলা অংশটা কবিতা হয়েছে কিনা জানিনা—
কারণ, বাংলা আমার মাতৃ ভাষা নয় ।

নন্দ কুমার দেববর্মণ ।

শ্রীমানন্দ কুমার দেববর্মাই কক-বরক সাহিত্যে প্রথম কবি
যাঁ'ন সমসাময়িক বাংলা কবিতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কবিতা
লেখা শুরু করেন । 'কক-বরক' এর মতো একটা ভাষার
ক্ষেত্রে এটা একটা নজীর । আসলে ভাষা ভিন্ন হলেও
নিপুণবাঘ বাংলা এবং কক-বরক একে অপরের পরিপূরক,
হৃৎ-এর সৌন্দর্য্যাময় সমাবেশ ।

এইটি সমাদৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে ।

বিকাশ রায় দেববর্মা

কক-বরক সাহিত্য সভা,

আগরতলা ।

ইয়াক পাই (উপহার)

কল্যানীয়া সুজয় কৃষ্ণ দেববৰ্মা (মুদ্ৰা)

ও

বাসুদেব সেনাপতি (বৰ্ধমান, পঃ বঙ্গ)

কে

মুং-তাং (সূচী-পত্র)

- ১। বংবাঁবাই মুকুয়াখুদে নীঙ (ভ্রমর দেগো নি ভূমি)
- ২। সীকাংগ ইয়াখারাই (সামনে সেতু)
- ৩। তাল খাইসন (রক্ষা পক্ষ)
- ৪। সীমাল সীবাইমা ইমাং (আবর্ত ভাঙার স্বপ্ন)
- ৫। থরান পাইখে উআতাই (থরা শেষে বৃষ্টি)
- ৬। তাঁমা কক-তংমানি পর্গাই খাংখা (কি কথা ছিলে, ভুলে গেছি)
- ৭। বলংলামা তাই উআইসা (অরণ্য পথে পুনঃ)
- ৮। চি-নাই-বা বিসি লাইয়াই (অনুবাদ)
- ৯। কারতিক নি পানথর' তাল (অনুবাদ)
- ১০। নবার উআতাইনি ককতুন (বৃষ্টি বাদলের সংবাদ)
- ১১। ষেফুক হরবাই কিতি'জাক (চার পাশে রাত বগন)
- ১২। থাপাং রুতুগ' তাবুক রাংচাকনি সাতুং (কাংখিত সোনা রোদ, হৃদয়ে)
- ১৩। সাজুরানি উআয়িং (অবসরের দোলনা)
- ১৪। সিমালীঙ সাকাঅ হলংনি থুম (শ্মশানে পাথরের ফুল)
- ১৫। আনি উংকলক ফাইঅ থরকসা (কোন একজন আসছে আমার পেছনে)
- ১৬। কক-কর্কায়ংগ কাবথে (কথা শিল্পীরা কঁদলে)
- ১৭। সামপারিনি থুরিঅ থানতি (তাঁত 'পালে সামপারি)
- ১৮। হাতি বনদক নি কক-থল (দিনে খালি-খাওয়ার কাব্য)
- ১৯। সাপান তাং হাং হাং বেরাই (শাপান তাং পাহাড়ে ভ্রমণ)

বংবোরাই নুকষাথুকে নীঙ

বংবোরাই নুকষাথুদে নীঙ
মকলনি উয়াতীটবাট তুকুজাক
হামজাকমা উয়ারিং খিলিতে খিলিতে
সাদুরাম বুকস গান্না রেকেনাই ।

বাকীরাংগ হলংহাই রাটারমুং
জীনার' বিরিমান বোখাঅ চাইট
হাচালনি কথমা তুনুট বোফাতি নাই ।

বন নুকষাথুন' নীঙ
মুকতাই মীর্নীট থপমা থপমাথে থুমুট
লাংমা নি বথপা থপনাই
তাই নিনি তুংলুন্ খাপাংনি নুগলন
রেকেনাই !

ভ্রমর দেখোনি তুমি

ভ্রমর দেখো নি তুমি
চোখের-বৃষ্টিতে ভেঙা
ভালোবাসার দোলনা দোলাতে দোলাতে
নিয়ত চারপাশে যে ঘুরে

ডানায় পাথর-নীল গান
কোন বিপন্ন-বিপদ বুকে চেপে
দূরের শব্দ সম্ভার যে নিয়ে আসে !

তুমি দেখো নি বোধ হয়
বিন্দু বিন্দু হাসি-কান্না দিয়ে
যে প্রেমের বাসা গড়ে
আর তোমার রোদোফ় বাতায়ন বন্ধ করে '

সীকাংগ ইয়াখোরাই

ওয়ানামা সলজাকলাইঅ চীঙ
ফিয়া বীসোকসে চাল্লাই তংলাইখ
বোখা বাই বোখা

ইয়াগোরা খমপুই ফু-ছু
চাসলক রিগনাই ফানসিলি বাই নারজাক, লবজাক
ইয়াগসিনি নখা' নোয়াইরগ কীবাংমা
নীঙ ব কবন' আং ব কবন'
বিখাং হাচোকনি বেসেরতীই পেখাগোই ফাইঅ
বিসি কীতাল নি জাছুনি খরাং
হাতাল সমলীলীক জাই গীনাং
তাকীলাই মাইফাং-খুফাং হামমানা
মফীরাই বুদ্ধক তিসিংগ' বান্তা
নাসিংগ ওয়াই থপ্সা

সালবা হাইথে দে থাংন
ওয়াইসা যা ওয়াইসা থান্সা ইয়াপিরি নাসিংগী
সীকাং গ ইয়াখোরাই নাহাদি
তাতা তায়ুং হাই !

সামনে সেতু

ভাবনা সংক্রামিত হয় ঠিকই

এখনো হৃদয় হতে এদয়েব ছুবছ কতো ।

ডানে বৃষ প্রজাপতি বা

বিশোবা আচলে হেলানো খেলানে,

বঁায়ে অদাশে নোয়ই পাখীবা বেসেছে,

ভূমিও এডো, আশিও পাড়

কে নু সাকল্য গাবি ছি, ব'ব আসে

বসাবস্তে অদগা 'ব

দৌ পা পব.ত এব'ব বনস হ'ব ত'লে

পাডে ব গাঁদুব চ'য় পশল মেন

দিন বি এ ভাবেই যাবে—

একবার দেবা দেবই সম্মিলি, 'দক্ষপ

চ ওবে, মতো এখন আত সেতু সম্ম

তল থাইসন

স'ন'ত ন'ত মান্‌অ ব'ল' হ'ল' ন

গানানি হামা ও গুলু

বু হবনি বখব তাঁ নখাবজাক

খোট ন' হ'ল'ক ব'ল'ব'ম' ন

স'ব'া ত'ব' ক'ব'া ন' ই'ক'প' হ'জ' ন

স' ম'ন' হ' - ত'ত' ব' ন' ম'জ'ক ব'স'াদ

অম' বা স'ব' প' ন' ল'ক'মা অ'ব'া অ

ব' ন' জ'ল'ম'াদে ক' ন'ত

শ'ল' তুমুঙ ফ'ট'থে

স'ন' ম'ি হ'ম' ব' ন' জ' ম'ন' ন' ন

কৃষ্ণপঙ্ক

সহজেই চেনা যায়
পাশের উষ্ণ নিঃশ্বাস
কোন আগুনের গহ্বর থেকে বেড়িয়ে আসা
রক্তকে হাত্রে হাতরেই ।

এ কোন মহা শিল্পীর হাতে গড়া
জীবনের জল-কাদামাথা অবয়ব
নাকি কোন অরসেরে শক্তিকে শানিত করা ।

সূর্য যদি উঠে
আজকের স্বপ্ন দেবে আলো ।

সোনাল সীবাইনা ইমাং

ইমাং চখাছুক কচ'

কিসা কেৰেং-কাৰাং বীচাৰমুং নি কক্খাইৰগ

ইমাং হাট হাটীকনি কিফুল ধুক

খাজু বেরমানি মানদগক বুবার

বাবোরাই—

অম তৌই নুথুং তৌইসানি পাইথকগ

নাচাৰীট আনি আচীই,

সাল থাংবাই লামা চাক্ৰর

কুংকক্'—কুংকক্' পুংগ খাইৰগন্তু

তামথে সানাই ।

ইয়াক মচমথেই ইয়াফা ইয়াফা মাই

বীখা কুপুলু মামিতা নি হর' .

গীমা সোনালবাই খলৰজাকথা ?

আবাগীট ন সাল,

নৌঙ চেৰাইসা অংগীট ফাইদি

চাতিনি সেং তীয়াই

বীখা ন বখট বীউয়ানো নন'

হিমানানি লামা !

আবর্ত ভাঙার স্বপ্ন

হাতে ছিল চড়কাব তুতো
কিছু বিচ্ছিন্ন সঙ্গীত শব্দ
অপেক্ষ মতো গাহাড থেকে নেমে আসতে হাত
খোঁপায় গুঁড়ো একটা গুঁকনো ফল —
এমন সংসার নদী প্রান্তে
আমাব ঠাকুমা
সৃমাস্ত সময়,
পথে ডেকে বড়ো দণ্ডিমাণে

কি ববে বোঝাঠি,
হাতে মাঠা মাঠা সোনা-ধান
সুদয় উপপদ 'মমিতা' বাতে,
প্রশ্ন কোন আবর্তের অন্তবালে ?

ওই, ফবাত বালি
তুমি নিশু হয়ে জন্ম নান
আলোয় আলোষাব হাতে
বুক পেতে দেবো ছাপেয়ে পথ !

ধরান পাইথে ওয়াতীই

“তাবুকলে মীতাইরগ নাইখোলাইজাখা”

বরক সালাই মানি ।

বরক কৌনৌই ন ইয়াসকু সাখা রি কানজাক,

বাসরা মীখাং

বীসাগ’ হা তাই মাইখুল নি বাহায় ।

বরক বাচামানি জাগা অ

তীই নি খীতীং বাই সবুই তংগ

পেখাগজাক পানখর ।

ধরান পাই ওয়াতীই তুকুতে তুকুতে

তাংকৌরীং নি সামুংন নাইঅ ।

বরক সিঅ, তাবুক মীতাইয়া

বরক’ মাসানি সামুংসি

বরক নি ইয়াগ’ ন মচমজাক চীলৌই ।

বরক সিঅ

ধরান পাই উয়াতীই আব

বুমানি হামজাকমা বীসানি বাগৌই ।

থরা শেষে বর্ষা

“এবাব ঙগবান দয়া কবেছে”—

ওবা বলছিল।

ওবা তুজনেই আহাটু কাঁপড়ে, বেচাবা মুখ
সাবা শবীবে মাটি শয্যেব গন্ধ

ওবা সেখানে দাড়িয়ে যেখানে
বুড়িতে সেলাই কবছে মাঠেব চৌচিব
থবা শেষেব দক্ষ কাজ দেখছে।

ওবা জানে এখন ঈশ্বর নয
একটা মানুষ চাই
যাব হাতে মঠোবদ্ধ বীজ

ওবা জানে
থবা শেষে বুড়ি সন্তানেব জগে জননীব ভালোবাসা

তীমা কক তৎমানি পসাই থাংখা

সীকাং গ হাছুক কলকমা
সীবার' ইয়াক তলোই সীরাপমা তীলাংগাঠ
বিষাং খারীই থাংখা
তীমা কক্ সাহ থাংখা মুঠতু কীরীইখা—

সীমাই তাংখাতা সাইচুং হিমনাই
মানলিয়া
নগ, কিকিলনাই
মানলিয়া—
চিরিগাঠি বুটন রিংগানী
খবাং পালিয়া—
কাবোই বীখান' পাস রহসিনাই
মুকতীই ফাঠলিয়া।

'সংদারি তা অীংদ'
আ কক্ দা অীংখাম—
আব ব' পগীই থাংখা।

কি কথা ছিলো, জানি না

সামনে দীর্ঘ পথ ছিলো—

কে হাত ধবে এখানে নিষে এসে বেথে গেছে

কে কথা বলে গেছে, ভুলে গে'ছ

প্রতিজ্ঞা কবেছি সামনে এগুৰো

পাবি নি

যবে ফিবে যাবো, পাবি নি

চিৎকার কবে কাউকে ডাকবো

শব্দ এলো না

কেঁদে কেঁদে তৃপ্ত হবো

চোখে জল এলো না ।

‘একা হযো না’

এই ছিলো কি কথা ?

তাও ভুলে গেছি ।

বলং লামা তাই উয়াইসা

তেলেকার নখা পির কুরু
ফাংগাইমা জরানি রাংচাক মুচংমা
ইয়ারীট পের'
জো গীনাও হা অ ।

আংগীট মানথে পুরনি হাট রি কীরীট
তীনথে হিমসদি ইয়াকারীট
বলংগ রুতুক না বাছাট মতম

অরণ্য পথে পুনঃ

বনফ জোৎস্নায়ও উৎকীর্ণ হয় গাঠন্য স্বাম
আদিম বনু টেছে উদ্ভিদ হয়
দোয়াশ শরীবে

যদি হতে পারো পূর্ণিমার মতো উলঙ্গ
তবে বেলো বান প্রান্তে
অরণ্য পাহাড়ে খুজি কণ্ডরী শিলাজতু ।

কার্তিক নি পানথর' তাল্

সীলাইকসাই ফাইতে অ বীথা—

হার্চাক হাই আ চুমুই

লগে তুবুঅই

হর কুথুক, হব পাইথাগ' ফান'

যে-ফুক নন ।

কীথীই আ তুথুং কাইসা তিনি হব ইকারথা যা'ন ।'

কিচি-কাগাক চুমুই কুংর কিবিজাগীত থাংথা কবনত'

মিষিক চোরাই হাই,—নথা অ আথুকিরি চাংমানি থাইথা.

কীচাংমা জরা,—

তাইথে নীং সকফাইথা, পানথর থরগ'—তাল,

হা সাকা তিনি তাই অীং মানলিষা

আগি যা অীংমানি—তাইথে ইয়াকাগীই

'কীমাই পাঠ থাংথা—তিনি ব আবনি কথক ন তাঁয়াই

তাই উয়াইসা বাচাথা ফাইআই ।

সাইজাগথা পানথর' হানি ইয়াকাগীরা ইয়াকসি

মাই খুলনি বারি চুয়াইবাট

তাংনাইরগ থাংবাইথা

বরকনি হানি কথমা—পানথর নি কথমা পাঠথে

তাইব তংফিকু বাগসা

নীং সিঅ, অ হ'লে সিদে সি !

(জীবনানন্দ দাশের—'কার্তিকের মাঠে চাঁদ)

বুবার তাই খাইসা থ ইনৌই দরমপাই কসক
 বেং সোমাল কি'চগ
 রামপৌরাজাক বেং বালাই ছুগ'
 কফুর পিলালা হর' লামা সিনিজাক্
 লুকজাগ আথুফিরি কলনৌই কলথাম
 কৌচাঃদর নখা অ—সিনজ' তাথুকরগ
 বেকেঅ পানথর'

বুবুম্ চাঅই তাবুক ব
 কাংমা পগ' বরকনি—
 বাত ইখে চি'নৌই বিস
 লাই থাংলাং ।

(জীবনানন্দ দাশের পঁচিশ বছর পূর্বে কবিতা বহুবাণ)

চি-নীই-বা বিসি লাইয়াই

পাঠিথাক ব বাই ফেদুরু মালাইখা পানথব'
সাখা, “সাল তাবুকুগী জরা অ
তাই উয়াইমা ফাইফিদি নীঙ—ফাইনা মুচুংখে,
চি নীই বা বিসি লাইখে ”

হাইখে আঙ কিকিলখা নগ'
তাইখে, উয়াইবীসীক তাল বাই অ'থুকিবি
পানথব স কাঅ থাংখা থৌয়াই সিনজ' তাথুকরগ
নখা পিলালা হর' মাইতাং কতুগুই
ফাইখা থাংখা ! মকল মুকুমুই ইয়াগসি ইয়াগোরা
মুকুতৌবীই থাংখা কেবা । আ' সাইচুঙ তংখা সিচ'ত
আ'থুকিবি থাপুকম' নখা অ
বনি সীলাই সীকাং ন ফাই অ জবা
তব' চি-নীই-বা বিসি বিয়াংতীই লাই !

তাইখে, সালসা
করমলীক জাবীবা
কুপুলুঙ পানথব'—
বীলাইঅ, কীরান বেদেগ'
কগে' পানতীই আয়াং উয়াং—চৌরাই বথপ কুককজাগ
সিয়ারি বাই মিসিজাক
লামা অ তককাই বখলঙ কাঁবাই তীই তীই, সেয়েম ।

নবার উআতীই নি কক-তুন

বীকীরাং তংগ, বীখা অ কক-তংগ
বেবাগ ন' কবলীই ন ফাইঅ থাংগ'
আতমসা আতমসা ।

সীবান সানাই, সীবান ব সাই থান
আসীক সালনি সাতকজাকমা
নিনি ততীরা কীচাজাক বুসু হাই
থাইয়াসা খিচিগন ই—ম উআনাই ন
তাবুক নবার উআতীই নি জরা

বাহাইথে সাই মানাই,
বেবাগ কক বুফুরু চাপজাগ ন
বেবাগ বীকীরাং অলাঅ ।

বৃষ্টি বাদলের সংবাদ

তাঁর পাখা আছে, হৃদয়ে ভাষা আছে
সবটাকোট চেপে এসে যায়
চুট'ৎ, চুট'ৎ ।

কি কবে বলি, কাকেই বা বলি
এতোদিন কার বঞ্চনা
এখন গল'য বিধেছে কাঁটা হয়ে
চিবদিন সন্তান দেবে—এ ভেবেত
এখন ঋতু-প্তিব সময় ।

কি কবে বলি যায়
কবে সব ভায় আশ্রয় পাবে
সব ডান'দ ওলায় !

যেফুরু হর বাই কিতিংজাক

তানীট কচ' কচ' খীলাইয়ানী হানীট
আচুক তংফান' ফাইনাই কীরীই
হাচাল' জাদেরে পদনি খরাং খীনাগ
শিয়াল পুং, ওক্সা—তক্‌তীই পুংলাই অ
দামসা, দামনীট, দামথাম—
পাইথগ' খুমনি বাহাই জিব জিব
তব' কেইব ফাইয়া গানা অ

উনামা কক অংখা
আং তীই স্তু কংয়া
তামংগীই !

চারপাশে রাত যখন

বাতটাকে কেটে টুকবো টুকবো কববো ভেবে
জেগে থাকি—কেউ আসে না
দূব হতে নানা শব্দ ভেসে আসে
শেয়াল ডাকে, পাখীবা ডাকে
প্রথম প্রহর, দ্বিতীয় প্রহর, তৃতীয় প্রহর—
সব শেষে ঘুলেব পাপড়ি খোলা গন্ধ
তবু' কাছে কেউ আসে না—

আশ্চর্য্য হয়ে যাই,
আমাব তৃষ্ণাও লাগে না
কেন!



(২০) R 500

ধাপাং রুতুগ' তাবুক রাংচাকনি সাতু

তাবুক হাচাঁক-ইয়াথিলিক ইয়াপিরি সেলাই
তাখুক বাই বুখুক বাই—
সিয়ারি সমলোক হংগাঁই
কীপাল' আইতরমা ফতা ফুলজাক
সিকীলা চাসলক ত্রিপুরা হাজীক ইয়ালীক
আইচক্ খুমতয়া খলতে খলতে
চিনি লগেসং ।

ফাইদি চাঁং তিনি কাউয়ান্ন ইয়াথিলিক
বীখাবাই ইয়াথীরাই বলাই ।

আগিনি সাল'
কীরাই থাংথা বলং খুখ বুবার
ত্রিপুরা হা অ সাচলাঙ ফাইথে
রিগীনাই ফানসিলি রীগাঁই
বাহায় মতম্মা থাংথা কবনই ।
আগিনি সাল' . . .
খবা, কম্পানি বেকেরেং ফুরুং-ফাবু
খুমলাইমাং খুমলাইমাং
খাকী লাব ফেহেলীই নাখা কয়ানি বুয়া
রাংচাকনি সারিক মানিকমা কীলাংথা পজাসা
তুখুংগ স্তমসক তুবুখ হাময়া-চায়া,

আবতীট সাল' বেকেবেং হা থেমাং থেমাং
লেংজাকথা বলং তকস। এক
বুৰাব বীথাইথা কইনেনে ।

তাবুক হাইয়া—

তাবুক বীথা বাট হা বাট বজাকথা ঠিথার্থীবাট
নখা খুতী নীত ইয়াখিলিক কাঅট
তিনি সগীটনাট সাকা অ
নাখীলাই নাইনানি বিছু জবা অ ত্ৰিপুবা সাজীক
নগ' কিফিলথা
সাচলাঙ বিগীনাট কবনরীট
লামকু বুৰাব নি বীথাই সাবজাক
বিসা সমপিলি সবীই চিনি গান। অ
নাটথকথে ।

কাংশিত সোনা-রোদ, হৃদয়ে

এখন সিড়ি-ভাঙা পাহাড়ে উঠবো

সদলে—

শ্যামশ্রী বুয়াশা গুঠনে ঢাকা

ললাটে এব ারা

বয়ঃ সন্ধিতে ত্রিপুরা কত্যা

ফুল কুড়োতে কুড়োতে সঙ্গে এসেছে।

এসো, সিড়ি বেঁয়ে উঠি

হৃদয়ে—হৃদয়ে সাঁকো গড়ি।

সেদিনে ঝড়ে গেছে বন-ফুল—

ত্রিপুরায় বসন্ত এলে

আচলে উড়ে যেতো কস্তুরী

সেদিনে, বিকলাঙ্গ বাচ্ছিন্ন কংকাল

ঐক্যবদ্ধ করতে

বুক পেতে নিয়েছি কুড়োলের ঘা

সোনার সূয়া দিয়ে গেছে এক বোঝা অককার

সংসারে এসে পাপের অস্থখ-বস্থখ

তেমন দিনে, পাজরে মাটি দিতে দিভে

ক্লান্ত পাখীরা,

পাঁপাড়া ঝড়েছে অসহায়।

এখন তা নয়—

এখন হৃদয় আব মাটিতে সাঁকো গভেছি
আকাশ হোঁচা সিডি বেয়ে যাবো অনায়াসে
নীচে ‘বিস্ম’ উৎসবে
ত্রিপুরা বতী ফিবেছে গাঁয়ে
বসন্ত আচলে গাঁথা বন-ফুল
পবন সৌন্দর্য্য ভবে ।

সাজরানি উত্থায়ে

নন বামোই পাইজাষা নিবি'লে
মনাই থুজাদি মনাই
নামা হাবা অ থাংগ
নোফা হাতিঅ থাংগ
থুখেইসে সগফাইলাই নাই
মনাই থুজাদি মনাই ।

ভগনি থাইচুম মৌখোবা চানী
মাসিংগা কীতাই বুকুব বাক্‌গানো
আমা তুদাই ফাইনাই
মনাই থুজাদি মনাই ।

আলিয়া কুনা নখা সম ফাইখা
তাবুক সিচাখে বিবিমান নাংখা
তাং বিনি পাইনা নাংনাই
মনাই থুজাদি মনাই ।

অবসরের দোলনা

দিদি এখনো ছোট কোলে নিতে পাবে না।

তোতন এখন ঘুমাও।

মা গেছে কাজে

বাৰা গেছে হাটে

এখন ঘুমালে ওবা আসবে

তোতন এখন ঘুমাও।

ছুমেব ফল (বাংগি) বানবে খাবে

মাসিংগাটাও (আখ জাতীয়) শক্ত হয়ে যাবে

মা সব নিয়ে আসবে

তোতন এখন ঘুমাও।

ঈশানে কালো মেঘ

এখন জাগলে বিপন্ন হবাব ভয়

পূর্বাছেই সব কাজ সাড়া চাই

তোতন এখন ঘুমাও।

সিমালীও সাকাত হলংনি খুম

মীতাইনি সোষাবি ম'ই ফলারগ
সীনার্মীট তিসাখা খুমবীলীও
ইয়াগসি ইয়াগীবা তক্সা ম'কতীই
তাই খুম-বাহাই সাতীরাই তকজাক
সাপুং হপুং—

বুফুর, সীবানি মীখাং ন নাইখীট
আসীক তংথকখা সিছ জাতি-নাসানি নুথং

আবপাইথে, কীলাংখা চংপ্রেং কচ
সিমালীওনি মুকতীই হলং অীংগীট
থপসা থপসাথে তাকজাগীট ফাইখা
মীখাং, বীসাক, তাই বিনি খরাংসুছন ।

ওয়াইসা উইসু কুথুক খাচবজাক জরাস
খীনাথ খবাং, চখা বুছক নি রীচাবমুং
মুকতীই বাই দালকজাক
উনকোটি অ ।

শ্মশানে পাথরের ফুল

ঈশ্বরের আশীর্বাদে প্রেতাভারা
গড়ে তুলেছে ফুলের বাগান—
চাবপাশে পাথ-পাথালী আব
অবণ্যে অরণ্য-ফুলের ধূপে গন্ধময়
দিন-রাত্রি, দীর্ঘকাল— ।

কবে, কাব মুখ দেখে এতো সমৃদ্ধ হয়েছিলো
স্বপ্ননে সংসার, কেজানে !

তাব পবে, পড়ে বইলে ছিন্ন 'চংপ্র' (বাজযন্ত্র)
শ্মশানের কান্না বিন্দু বিন্দু কবে গড়ে তোলে পুনর্বর্ষের
মুখ, শরীর, এমনকি কর্ণস্ববও ।

মাঝে মাঝে বিষন্ন নীববতায় শুনা যায়
সেই স্বনি চড়কা-লায়িত গান
কান্না মাথা,
উনকোটিতে ।

আনি উংফলকু খরকমা ফাইঅ

সাজবা সা'দিবব নাখোবাই কাবিখে
ব বাই মীচাংবীঠ বীচাব না বীংগ
হাচাল নি হাপিং সিপিং বাহাই বাই
হানি হাচিং কলমা কলমাতীঠ
খাকীলাববাই মালীঠ
হা-ন হামজাগীঠ ফাইঅ
চীবাঠ সিতেমা মাসা— ।

পানতীঠ বগ চীংসাসা বাংচাকনি লংফু
মাইতাং সুনত্ববীঠ ঠবংসা—কুকুমা
বীখা যেফুক তীহাইঠ কচগ'
আফুক বনি ঠীযাপাইনি খবাং মান অ
হা বাত কক সালাই, মীনীঠলাই
হামজাকলাঠ
চীবাঠ সিতেমা মাসা—

কলকমা মিসিল নি বীতাংগ—
আনি উংকলক ফাইঅ খবসা
কলমতীঠ ন কালুঅই,
সীকাংগ মকল তাই খাকীলাব
চেয়াই সিতেমা মাসা ।

কোন একজন আসছে আমার পেছনে

আশাবরী সময় যখন অভিমানী হয়
মানানসই গান গাইতে পাবে সে
দূবেব তিল বন হতে গন্ধ নিয়ে
মাটির প্রতি বালুকণা বুকে পিষে
সবীক্ষপেব মতো দেশকে ভালোবেসে
একটি কিশোর ছেলে আসছে ।

শিশিব যখন সোনা তুলোক
ধান শীষ শিহাবিত পতঙ্গ পাষে
হৃদয় তবলিত হয় জলেব মতো
সেখানেও তাব পাষেব শব্দ শোনা যায়
মাটির সঙ্গে সংলাপ কবে সে
একা একা, ভালোবেসে
একটি কিশোর ছেলে ।

দীর্ঘ এ মিছিলে আমার পেছনে একজন আসবেই
সব ঘাম পায়ে দলে
সামনে দৃষ্টি আব বুক
একটি কিশোর ছেলে আসছে— ।

কক-কীরীংরগ কাবথে

কীমাঅ নব বনি বদল' খরাং
ববা খাঅ হানি যত তক্সা
ইযাফা মচম্জাগ জরা স্তু ন
বুক্চা অীগ
আমিং তাই সারিক কীমাঅ
কক কীরীং কাবথে ।

কক কীরীংবগ তিমথে
সিকাম্‌বুক বিরীঠি মান
হাতি—আখাল ইযাসকু স্তংগীই দোষা সান'
হাচীক কপুলুঙ বীকরাং সীনাম' তকহগ
পুংলাইঅ, বীচাব' ।

আবনি বাং
কক কীরীংবগ কাবমা চা'যা
ববক কাবথে সেরেম অীগে তাল পিরমা ।
কক কীরীং কাবথে
মীতাইনি মকল' ফাঠিঅ মুকতীই ।

কথা শিল্পীবা কঁদলে

বাতাসেব সব গান স্তব্ধ হয়
বোৰা হয়ে যায় জগতেব সব পাখী
হাত মুঠো সময় গুণা হয়
বিড়ালেব মতো বিকেলও হাবায়
কথা শিল্পীবা কঁদলে ।

ওবা হাটলে
শামুকেবা উডতে পাবে
হাট বন্দব নতজানু হয়, ককনা চাষ
অবণ্য দেশে ডানা ঝাপটাৰ পাগীবা
ডাকে গান গায় ।

তাঈ, ওদেব কঁদতে নেই
ওবা কঁদলে ক্ষণ ভংগুৰ হয় জে'ৎস্নারাত
কথা শিল্পীবা কঁদলে
ঈশ্বৰে চোখে নামে জল

সামপারি নি খুরি অ থান্তি

সমপারি বিসা তাকতী নৈই সমপারি—
তযা, লামকু, থমতকীট ত'ট থমপুট
বেম বেবেমথে সাব অ'
কুচুক হাচীক নি নথাবতে নথাবতে
উমাংবাট ছলজাক মানদাব চাক্‌ব'ব'
তাইয়ুংনি বৌকীবাং বাই থাপাং কবণমান
বৌখা অ চবীং,

থুম বাবসা কক থাইসা,
বিসা বীখাট থাইসা কক থাইসা—
থান্তি কলুকমা তাবুক ব তংথ
বামথেবেং থেবেং • ই থাং হাই
কাইসা সাচলাঙ সাল'
কাইসা হল° ন বেকেঅত ।

বেদিশা সামপারি বিসা তাকতে অ
হবনি খীতীং জাবিবি সিচিগীই ।

তাঁত কোলে সামপারি

‘রিসা’ বোনে সামপারি—

চামেলী, রক্তনী গন্ধা আর প্রজাপতি ফুল
সারি সারি, ছিটিয়ে—

পাহাড় হতে ফেরার পথে

সপ্নে সাজানো লালে লাল ‘মান্দার’

ধনেশ পাখীর ডানায় হারানো হৃদয়

নিয়ে এসে বন্ধ করে

একটি ফুল, একটি কথা

একটি অলংকার, এটি ভাষা— ।

এখনো দীর্ঘ তাঁত সামনে

কোন বসন্তে পাথরের চারপাশে

শীর্ণা ঝরণার মতো ।

বিদিশা সামপারি ‘রিসা’ বোনে

রাতের এলোমেলো স্মৃতি সারিবদ্ধ করে ।

সাম্পারি— একটি মেয়ের নাম ।

‘রিসা— বক্ষাবরণী ।

হাতি রনদক নি কক-খল

মাসিং নি বাঁলাই কীরানহাট
আনি হাতি রনদকনি অ সৌটমুং ।

অমন' থুমলাই ন
কীরাসা কুথুমলাই হর তংলাঠযান্ন
অমন' মীসোংগীট
আন' কেইব মুইতু ন নারোগীলাক

আংব মুইতু নারোক মানলিয়া
সোবাব' আন' বৃথুয়া মানীট
অ সাম্ম ন ঈষাগ' বেরোই কীলাংখা— ।
তাবুকথে আংব রুতুগ' খরকসা না,
“তাখুক, দ রমগীরাদি”, তীনোই কাচাং কাচাংখে
থাংনানি ।

‘কক-বরক’ আসোক কীতাই
ইয়াকারাই থাংফান' থাংসগয়া
কিফিল মা ফাইফি অ
তাই চুমুট অংগীই উআতীই উআমাহাট !

দিনে আনা-খাওয়ার কাব্য

শীতের ঝড়া পাতার মতো

আমার কাব্য সাধনা—

একদিন সবাহ গোলাকাবে বসে

একে জ্বালিয়ে উষ্ণতা নেবে

আমাকে কেউ মনেও রাখবে না।

যেমন কবে আমি মনে বাখিনি

কে, কবে আমাকে এ কাজ দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে

.

আমি চাত দ্বিতীয় যাত্রী

যাকে ‘ভাই একটু ধরো তো !’

বলে চলে যেতে পারি।

কক-বনক এগে মধুর

যাবো বলেই যাওয়া যায় না

জল, বৃষ্টি মেঘের বৃত্তে

ঘুড়ে ঘুড়ে আসা।

সাখানতাং হাচৌক বেরাই

হাপিং শীতান' গাবিং চুথুকজাক,
বীলাই কীবান, ছক কীবান
খাকুলু বুড়ক তুথু গ'
ল'বদাং তাবুক ব কিসকজাক
হাথ ই ন'ম'অ সাল, থাংবাই লাম বমজাক
'সবিং সবপ নবাব'
খুল সিমিন' কাবতীওই সীলোকজাক
বুব' মদ'তিনি ইয়াফা এলানি মাৰি,
বুব' চখ'নি কলমওই, মামতা হবনি মকতীৰীই
খাকক নি খবাং, ওই দ'তিনি উয়াবিং ?
বুব' চুচু সামানি কথমা, তাই
আচৌত ইয়াফাব মা ম'ইহুল ?
ওইগেবেংসিমিন এখু কঠিনে

ফবগ লামা বতক খোবাং'জ বুফাংগ
কথা-বুয'নি মাৰি মা'
বেলেংতীই নখ'বজাব,
খীতদা সিহ !

শাখানতাং পাহাড়ে ভ্রমণ

পরিত্যক্ত জুমে এখনো একটি টংগর
গায়ে শুকনো কুমোড লতা—
একটি বাতায়ন খোলা
দূর পাহাড়ের পাশে সূর্য্য অস্তগামী
নিস্তব্দ বাতাসে শুধু 'তুলো'র কান্না,
কোনখানে 'মধুতি'র পায়েৰ চিহ্ন,
কোথায় ঘর্মাক্ত চড়কা, নবান্নেৰ জাগা রাত
লুপ্তের স্বনি, 'গার দাংছ'র দোলনা গান
কোথায় দাত্তর রূপকথা
ঠাকুমার মোয়া ভাত !
শুধু একটি ঝর্ণা আছে শীর্ণা ।

ফেরার দীর্ঘপথ জুড়ে
সবুজ গাছে গাছে দেখলাম
কুঠারাঘাতের চিহ্ন
স্ফারিত রস,
রক্ত কেনা কে জানে !

